সংবাদ

তারিখ ... ১৬।৪।৪৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

061

সংবাদ

ঢাকা : বুধবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৯০

প্রাথমিক শিক্ষার হাল

বিভিন্ন পরীক্ষায় পাশ-ফেলের হার দেখে হয়ত আমাদের গোটা শিক্ষাজীবনে কি পরিস্থিতি বিরাজ করছে তা পুরোপুরি উপলব্ধি করা যাবে না ; কিন্তু কোথাও যে কিছু গলদ রয়েছে তা অনুমান করা যায় সহজেই। প্রতিবছর পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যাধিক্য দেখে—বেকার সমস্যার ক্রমবৃদ্ধি দেখে ওই গলদের কথাটিই বেশি বেশি মনে পড়ে। প্রশ্ন জাগে এ গলদটি গোড়ায় নেই তো ?

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার হাল দেখলে অবশ্য এই প্রতীতি আরো দৃঢ় হবে। শহরাঞ্চলে এর যে হাল তাতে ভর্তি সমস্যার কথাটিই আসবে আগে। প্রতিবছর ছেলেমেয়েদের ভর্তি করানো নিয়ে অভিভাবকদের কিরকম হিমশিম খেতে হয় তা ভুক্তভোগী সকলেরই জানা। ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা তথাকথিত কিণ্ডার গার্টেনগুলোতে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যই যে প্রবল সেটাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা কি শিখছে তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা আলোচনা—সমালোচনা হয়েছে; সমস্যাটির নানা দিকও তুলে ধরা হয়েছে, তবে গ্রামাঞ্চলে প্রধান সমস্যাটি হলো : ছাত্র-ছাত্রীরা কিভাবে শিখছে।

মফস্বলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ির হাল সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার নেই। সংস্কারের অভাবে এগুলোর যেমন জীর্ণদশা, শিক্ষক, আসবাবপত্র, উপকরণের অভাবে শিক্ষাজীবনেরও তেমন দৈন্যদশা। গত ৭ই আগষ্টের 'সংবাদ'-এ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়-গৃহগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে একটি সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে, বট-তলায়-গোশালায় শিক্ষাচর্চার কথাও বলা হয়েছে এতে। বোঝা যায় লেখাপড়াটা চলছে শুধু হাজিরা ও হিসাবপত্রের খাতায়, শিক্ষার পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। সমস্যা আরো আছে। সময়মত বই না পাওয়ার সমস্যা সেগুলোর মধ্যে একটি। এ ধরনের একটি খবর ঐ একই দিন প্রকাশিত হয়েছে 'সংবাদ'-এ। এতে জানা যায়, বর্তমান পাঠ্য বছরের ৭ মাস অতিবাহিত হলেও ঝিকরগাছা থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্ধেক ছাত্রছাত্রী এখনো বই পায়নি। অন্যদিকে ওই এলাকার বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঠোঙা হিসেবে বিক্রি হচ্ছে সরকারী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে দেয়া পাঠ্যপুস্তক। প্রয়োজনের তুলনায় প্রকল্পের বই কম সরবরাহ এবং বছরের শুরু থেকে বাজারে বই না থাকার কারণে পড়াশোনায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির পাশাপাশি পাঠ্যবই দিয়ে ঠোঙা বানিয়ে দোকানীদের মালামাল বিক্রির দৃশ্যটি আমাদের শিক্ষাজীবনের প্রতি এক নিষ্করুণ পরিহাস বৈ অন্য কিছু কি ?

গোড়ায় গলদ জিনিসটাই তো এমনি এক পরিহাস। নানা অব্যবস্থার পাকে জড়িয়ে এর শোচনীয় রূপটি এখন সুস্পষ্ট, অবিলম্বে এর জীর্ণ দৈন্যদশায় পরিবর্তনের সূচনা না আনা গেলে সমস্যাটি যে সংকটে পরিণত হবে তা অনুমান করা কি খুব কঠিন ?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা লক্ষ্য করেছি, ভবিষ্যতে আরো উদ্যোগ নেয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রতিটি নতুন উদ্যোগ থেকে কিছুটা হলেও অগ্রগতি অর্জিত হয়—কাজেই নগদ যা কিছু পাওয়ার সান্ত্বনায় এসব প্রচেষ্টাকে স্বাগত না জানানোর কোন কারণ নেই। তবে ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়ার মত ঘটনায় 'সকলি গরল ভেল' পরিস্থিতি সৃষ্টির যে আশংকা থাকে তাকেও অস্বীকার করা যায় না। ইতিপূর্বেকার নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে তাই সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়। যে অব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের ভিতকে নড়বড়ে করে তুলেছে আগে তার প্রতিবিধান করা দরকার, নইলে নতুন কোন কিছুকেই তা ধারণ করতে পারবে না। নানা অব্যবস্থার ফাঁক গলে সকল শুভ প্রয়াসই ঠোঙা হয়ে বিকিয়ে যাবে অন্যত্র। কাজেই ছাত্রছাত্রীরা 'কি শিখবে' তার চেয়ে 'কিভাবে শিখবে' তা কম জরুরী নয়।

...চ